Islamic Online Madrasha (IOM)
AQD101 Module:14
Majharul Islam Sayed

আরকানুল ঈমান পর্বঃ ঈমান বিল মালাইকাহ
ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস

১. মালাইকা শব্দের অর্থ ও পরিচয়
২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান এর প্রয়োজনীয়তা
৩. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমানের সাধারণ অর্থ
৪. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস এর স্তর সমূহ
ক. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস
ক. ফেরেশতাগণের নামে বিশ্বাস
গ. ফেরেশতাগণের আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস
গ. ফেরেশতাগণের কর্মে বিশ্বাস
৫. ফেরেশতাগণের সংখ্যা

মালাইকা শব্দের অর্থ ও পরিচয়ঃ
আরবি ভাষায় মালাক শব্দকে ফার্সি ভাষায় ফেরেশতা বলা হয়। বাংলায় ফেরেশতা শব্দই প্রচলিত। পারস্যের মুসলিমগণ অনেক ইসলামী পরিভাষাকেও নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিভাষার ভিত্তিতে ফার্সি ভাষায় রূপান্তরিত করেন। যেমন খোদা, নামাজ, রোজা, দরুদ ইত্যাদি। এগুলি কোনোটি আরবি শব্দের অর্থ বহন করে না। কিন্তু পারস্যবাসীরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ব্যবহৃত ধর্মীয় পরিভাষাগুলো ইসলামীকরণ করেন। তবে গত কয়েক দশক ধরে লেখকগণ ফার্সি পরিভাষা বাদ দিয়ে কোরআন হাদিসে ব্যবহৃত মূল আরবী ভাষার প্রচলনের চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যেই খোদার পরিবর্তে আল্লাহ, নামাজের পরিবর্তে সালাত, রোজার পরিবর্তে সিয়াম ব্যবহার বেশ প্রচলন লাভ করেছে। কিন্তু মালাক শব্দটির অবস্থা ভিন্ন। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে ফেরেশতা শব্দটি সর্বত্র ব্যবহৃত। মালেক শব্দটির প্রচলন নেই। যদিও তা কোরআন হাদিসের মূল পরিভাষা। আর ধর্মীয় পরিভাষার অনুবাদ না করে বা অন্য ধর্মের কাছাকাছি অর্থের পরিভাষা ব্যবহার না করে মূল পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান -এর প্রয়োজনীয়তাঃ
আমরা জানি যে, কোরআন ও হাদিসে বারংবার মালাকগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মালাকগণে অবিশ্বাসকারীর বিভ্রান্তির কথা জানানো হয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ মালাকগণ বা ফেরেশতায় বিশ্বাস করা ইসলামী ঈমানের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের মূল নীতিঃ

ফেরেশতাগণ আল্লাহর সৃষ্ট গায়েব বা অদৃশ্য জগতের অংশ। আল্লাহতাআলা অদৃশ্য জগতের শুধুমাত্র সেই সকল বিষয়ে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন যে সকল বিষয়ে আমাদেরকে পার্থিব বা আধ্যাত্মিক ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে বা এক্ষেত্রে কল্যাণ বয়ে আনে। মালাকগণ সম্পর্কে আমরা ততটুকুই বিশ্বাস করি, যতোটুকু কুরআনুল কারীমে বা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। এর অতিরিক্ত তথ্য জানা আমাদের প্রয়োজন নেই বলেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে তা জানাননি। কাজেই ওহীর অতিরিক্ত কিছু জানার চেষ্টা করলে, অতিরিক্ত কিছু কথা যুক্তি-তর্ক দিয়ে বললে বা কোরআন-হাদিসের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে নিজেদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তাতে ভুল হওয়ার এবং গাইবী বিষয়ে ওহীর বাইরে কথা বলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে অনেক জাতি ওহীর কথা বিকৃত হওয়ার কারণে, ওহীর নামে বানোয়াট কথা প্রচলন হওয়ার কারণে এবং ওহীর অতিরিক্ত মনগড়া ব্যাখ্যা ও মতামত প্রচলনের কারণে মালাকগণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর বিশ্বাসের মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। কুরআন কারীমে তাদের কিছু বিভ্রান্তির বর্ণনা রয়েছে ।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের সাধারণ অর্থঃ

ফিরিশতাগণে বিশ্বাসের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত অর্থ হল, সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা অনেক মালাইকা বা ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যারা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি। তারা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত। তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং তার নির্দেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে ভয় করেন। সর্বদা আল্লাহর এবাদত করা, তার প্রশংসা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা, তার নির্দেশে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্ম।

ঈমান বিল মালাইকার চারটি স্তরের বর্ণনা:

ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসঃ-

ফিরিস্তাদের সম্পর্কে কাফিরদের বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করার সাথে সাথে কোরআন ও হাদিসে তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই প্রতিটি মুসলিম সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, মালাকগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি; তারা অদৃশ্য জগতের অংশ। তাদের সৃষ্টি, আকৃতি প্রকৃতি, গুণাবলী, কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে যা কিছু প্রমাণিত তা সবই মুমিন আক্ষরিক ও সরলভাবে বিশ্বাস করেন।

ফেরেশতাদের নামে বিশ্বাসঃ

আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট অগণিত মা-বোনের মধ্য থেকে সামান্য কয়েকজনের নাম আমরা ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। জিব্রাইল, মিকাইল ও মালিক নামগুলি কোরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ

অর্থাৎ- "যে কেউ আল্লাহর, তার মালাকগণের, তাঁর রসুলগণের এবং জিবরীল ও মিকাইলের শত্রু, (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ নিশ্চয়ই কাফিরদের শত্রু।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত-৯৮)

জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে কোরআন কারীমে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। তাকে "আর রুহুল-আমিন" (الروح الامين) বা বিশ্বস্ত আত্মা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তার শক্তি মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জিব্রাইল কর্তৃক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী শিক্ষাদানের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

অর্থাৎ তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞা সম্পন্ন সুন্দর। (সূরা আন-নাজম, আয়াত-৫)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

অর্থাৎ- "আল-কোরআন জগত সমূহের প্রতিপালক এর পক্ষ হতে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত আত্মা (রুহুল আমিন অর্থাৎ জিবরীল) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো।"
(সূরা আশ-শুআরা, আয়াত-১৯২-১৯৪)

জাহান্নামের প্রহরী বা অধিকর্তার নাম উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক, তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে; তোমরা এভাবে থাকবে।" (সূরা যুখরুফ, আয়াত-৭৭)

কোন কোন হাদিসে ইসরাফিল নামটি এসেছে। আয়েশা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাত শুরু করে শুরুর দোয়া বা সানা পাঠে বলতেন-

اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة- انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون- اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك- انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! জিব্রাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের প্রতিপালক, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল জ্ঞানের অধিকারী, আপনি ফায়সালা করবেন আপনার বান্দাদের মধ্যে যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে সেই বিষয়ে আপনি আপনার অনুমোদন দিয়ে আমাকে সত্যের প্রতি পথ প্রদর্শন করুন।

এছাড়া কোন কোন হাদিসে জান্নাতের প্রহরী বা অধিকর্তা মালিকের নাম রিদওয়ান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মালাকুল মাউৎ বা মৃত্যুর মালিকের নাম আজরাইল বলে কোন কোন মুফাসসির উল্লেখ করেছেন। প্রথম চারজন মালাকগের নামে শুধু মুতাওয়াতির রূপে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এবং অগণিত হাদিসে এদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু কিছু মালাককে আল্লাহ কর্মভিত্তিক নামে উল্লেখ করেছেন। যেমন 'মালাকুল মাউত', মুনকার নাকির, 'কিরামান কাতিবিন' ইত্যাদি।

ফেরেশতাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস:

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুর বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে ততটুকুই জানিয়েছেন, যতটুকু জানলে এবং বিশ্বাস করলে আমরা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করতে পারব। এজন্য কোরআন ও হাদিসে ফেরেশতাদের সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা এসেছে তা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল আয়াত ও হাদিস মূলত আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক, সৃষ্টি পরিচালনায় ও আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নে তাদের দায়িত্ব এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সৃষ্টি ও আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারনত বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তবে কোরআন হাদিসের বর্ণনা থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তা নিম্নরূপ:-

১. মালাক গণমানুষের পূর্বে সৃষ্ট:-

কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পূর্বে মালাকগণকে সৃষ্টি করেন। মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে তার ইচ্ছার কথা তাদেরকে জানিয়েছিলেন এবং আদমের সৃষ্টির পরে আল্লাহর নির্দেশে তারা আদমকে সেজদা করেন যেমন একই স্থানে তা'আলা বলেন:-

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলেন আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ো। তখন মালিকগণ সকলেই সেজদাবনত হলেন। (সূরা ছোয়াদ, আয়াত-৭১-৭৩)

২ ফেরেশতাগণ আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা:

মক্কার কাফেরগণ ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে কল্পনা করত; তাদের এবাদত করত এবং দাবি করত যে, তাদের এবাদত করলে তারা খুশি হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন। তাদের এই বিশ্বাস খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

তারা বলে "দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" তিনি পবিত্র; মহান! তারা তো তার সম্মানিত বান্দা মাত্র। তারা আগে বেড়ে কথা বলেন না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারও জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-২৬-২৮)

৩. ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি:

মানুষ ও জিন জাতির সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি থেকে এবং জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফেরেশতাগণের সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কোরআন কারীমে কিছুই বলা

হয়নি। তবে একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে তাদেরকে নূর বা আলো থেকে তৈরী করা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে-

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم

ফেরেশতাগণকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তোমাদেরকে জানানো হয়েছে।

৪. ফেরেশতাগণের আকৃতি;

ফেরেশতাগণের প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে বিশেষ কিছু জানানো হয়নি তবে আমরা জানি যে, তাদের কমবেশি বিভিন্ন সংখ্যার পাখা আছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পাখা-বিশিষ্ট ফেরেশতাগণকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (সূরা ফাতির, আয়াত-১)

তাদের পাখার প্রকৃতি বা সংখ্যা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর বিষয়ে সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ৬০০ পাখা আছে। মহান আল্লাহ তায়ালা সুরা নাজম এ বলেছেন:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

"অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান থাকল অথবা তারও কম।" (সূরা আন-নাজম, আয়াত ৮-৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل له ستمائة جناح

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেন; তার ছিল ৬০০টি পাখা।

৫. আকৃতি পরিবর্তন ও ধারণ:

কোরআন ও হাদিসের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। ঈসা আলাইহিস সালামের আম্মা মারিয়াম আলাইহিস সালামের মাতৃত্বের ঘটনা বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

"তখন আমি তার (মারইয়ামের) কাছে আমার রুহকে (পবিত্র আত্মা; জিব্রাইলকে) প্রেরণ করলাম। সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।" (সূরা মারয়াম, আয়াত-১৭)

হাদীসেও এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। এ সকল বর্ণনা থেকে আমরা দেখি, কোন কোন সময় জিবরাইল আলাইহিস সালাম মানুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হতেন। কখনো মানুষের বেশে ওহী নিয়ে আসতেন; আবার কখনো মানুষের বেশে এসে রসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট বসে সাহাবীদের সামনে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, যাতে উপস্থিত সাহাবীগণ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিধানাবলি জানতে পারেন।

ফেরেশতাগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস:

ফেরেশতাগণের কাজের বিবরণ কয়েকটি শিরোনামে উল্লেখ করতে পারি:-

১. আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবিহ:

মালাইকা বা ফেরেশতাগণ মানবীয় দুর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা বাসনা বা পাপেচ্ছা থেকে মুক্ত। তারা সর্বদা ক্লান্তিহীন ভাবে আল্লাহ তাআলার গুণগান করেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেন। ইতোপূর্বে আমরা একটি আয়াতে দেখেছি যে, ফেরেশতাগণ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা তো তার সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলেন না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করে থাকে।"

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা তাদের বিষয়ে বলেন-

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দেন, তা তারা লংঘন করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, তা তারা পালন করে।" (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত-৬)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:-

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ- يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

"আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, তারা তাঁরই (আল্লাহরই)। আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকার বসে তার এবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তি বোধও করেনা। তারা দিবারাত্র তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা শৈথিল্য করে না।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১৯-২০)

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون

"যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা অহংকারে তাঁর এবাদতে বিমুখ হয় না। তারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তারই নিকট সেজদাবনত হয়।"

২. কর্ম নির্বাহ ও কর্মবন্টন:

সাধারণভাবে আল্লাহর এবাদত, তাসবীহ ও তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ছাড়াও মানবগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا- وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا- وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا- فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا- فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

"শপথ তাদের, যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করে দেই এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। অতঃপর যারা কর্ম নির্বাহ করে।" (সূরা নাযিআত, আয়াত ১-৫)

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে এখানে ফেরেশতাগণকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের কেউ কাফিরদের প্রাণ নির্মমভাবে উৎপাটন করেন, কেউ মুমিনের প্রাণ মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করেন; কেউ আল্লাহর নির্দেশাবলী নিয়ে মহাবিশ্বে সন্তরণ, চলাচল বা যাতায়াত করেন এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশিত কর্মসমূহ নির্বাহ করেন।" অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:- فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا
"শপথ কর্মবন্টনকারী গনের (কর্ম বণ্টনকারী মালাক গনের)" (সূরা আয-যারিয়াত. আয়াত-৪)

৩. ওহী পৌঁছানো:
ফেরেশতাগণের একটি মৌলিক দায়িত্ব, নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহর ওহী পৌঁছানো। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর নাম ও পরিচয় বিষয়ক আলোচনায় আমরা এই বিষয়ে কয়েকটি আয়াত দেখেছি।

৪. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ:
ফেরেশতাগণের অন্য একটি দায়িত্ব, আল্লাহর হুকুমে তার মর্জিমত মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ
"মানুষের জন্য তার সামনে ও তার পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে। তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।" (সূরা রা'দ, আয়াত-১১)

৫. মানুষকে কল্যাণ কর্মে উৎসাহ প্রদান:
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:-
ان للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمة أما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. واما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء)
"শয়তান মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়, আবার ফেরেশতাগণও মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়। শয়তানের প্রেরণা অশুভ ও অকল্যাণের ওয়াদা করা এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রেরণা। ফেরেশতাগণের প্রেরণা হলো কল্যাণের ও মঙ্গলের ওয়াদা করা এবং সত্যকে মেনে নেয়া। অতঃপর তিনি কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতা-কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তার ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা প্রাচুর্যময়।"

৬. মুমিনদের জন্য দোয়া করা:
ফেরেশতাদের একটি বিশেষ কর্ম, মুমিনদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ ও দোয়া করা। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:-
الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

"যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুর্পাশে ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাদেরকে দাখিল করো স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছো এবং তাদের পিতামাতা পতি পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মু'মিন, আয়াত ৭-৮)

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দান, অনুপস্থিত মানুষদের জন্য দোয়া ও অন্যান্য সৎকর্মে লিপ্ত মুমিনদের জন্যে ফেরেশতাগণ দোয়া করেন।

৭. মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা:

কুরআন কারীমের অনেক আয়াত ও বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সাথে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন তার সৎ-অসৎ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য। কুরআন কারীমে তাদেরকে "কিরামান কাতেবীন" বা সম্মানিত লেখক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন।

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকার বৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা করো।"
(সূরা ইনফিতার, আয়াত ১০-১২)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:-

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ-إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

"দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করেন। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটই রয়েছে।" (সূরা ক্বাফ, আয়াত ১০-১২)

৮. মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ:

কোরআন হাদিস থেকে আমরা জানি যে, মৃত্যুর সময় মানুষের আত্মা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একদল ফেরেশতাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন:-

حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ

"অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার
প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না।" (সূরা আনআম, আয়াত-৬১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

"আপনি বলুন, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মালাকুল মউত (মৃত্যুর ফেরেশতা) তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা সাজদাহ, আয়াত-১১)

৯. আরশ বহন করা:

ফিরিশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম মহান আল্লাহ তা'আলার আরশ বহন করা। এ বিষয়ে কুরআনের একটি আয়াত আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন- "যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার

চতুর্পাশে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

"এবং সেই দিন আটজন (ফেরেশতা) তাদের প্রতিপালকের আরশ কে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে।"
(সূরা হাক্কাহ, আয়াত-১৭)

১০. অন্যান্য কর্ম:

উপরোল্লিখিত কাজগুলো ছাড়াও কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানি যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সৃষ্টি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, চাঁদ-সূর্যের জন্য, পাহাড়-পর্বতের জন্য, আকাশের বিভিন্ন স্থানের জন্য, মেঘের জন্য, বৃষ্টির জন্য, মাতৃগর্ভের ব্রণের জন্য, জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাপীদের শাস্তি দানের জন্য, জান্নাতবাসী মুমিনদের খেদমত ও শান্তি দানের জন্য বিভিন্ন ফেরেশতাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

মুসলিমদের জিকিরের মজলিস, আলোচনার মজলিস, ইলমের মজলিস, সালাতের জামাত ইত্যাদি সৎকর্মে উপস্থিত থাকেন কিছু ফেরেশতা, বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য প্রেরিত সালাত ও সালাম পৌঁছে দেন কিছু ফেরেশতা। মৃত্যুর পরে বা কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন মুনকার-নাকির নামক ফেরেশতা। মালিক আলাইহিস সালামকে দিয়েছেন জাহান্নামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। ইসরাফিল আলাইহিস সালামকে দিয়েছেন কিয়ামতের শিঙ্গায় ফুৎকার দানের দায়িত্ব। মিকাইল ফেরেশতা বৃষ্টিপাত ও ফল-ফসলের দায়িত্বে নিয়োজিত। এভাবে বিভিন্ন হাদিস থেকে বিশ্বজগতের বিভিন্ন সৃষ্টির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন ফেরেশতাদের কথা আমরা জানতে পারি যারা বিশ্বজগৎ পরিচালনায় আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাস্তবায়ন করেন। তাই মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, চাঁদ, সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি আল্লাহর সকল সৃষ্টি যেমন তার সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তেমনি এ সকল সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহর নিয়ম ও নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ। সকল সৃষ্টি তার নিয়ন্ত্রণাধীন; ফেরেশতাগণও তারই দাস। সবকিছু তার ইচ্ছা ও নির্দেশের অধীনেই। একমাত্র তার ইচ্ছাই চূড়ান্ত; তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

ফেরেশতাদের সংখ্যা:

আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট ফেরেশতাগণের সংখ্যা অগণিত ও অবর্ণনীয়। তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না ফেরেশতাগণের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে আমরা ধারণা পাই বিভিন্ন হাদিস থেকে। মালিক ইবনে সা'সা' রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের ঘটনা বর্ণনায় বলেন:-

رفع لى البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك اذا خرج منه لم يعودوا فيه اخر ما عليهم

"আমার সামনে বাইতুল মামুর উত্থিত হল। আমি বললাম- হে জিবরীল, এটি কী? তিনি বললেন, এটি বাইতুল মামুর। প্রতিদিন এর মধ্যে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। যারা একবার বেরিয়ে যায়, তারা আর কখনোই এখানে ফিরে আসে না।"

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। (সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত-৩১)